45

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

আহমেদ হুমায়ূন

১৯৩৬-১৯৯৯

একে একে নিভিছে দেউটি...

বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক আহমেদ হুমায়ূনও অবশেষে চলে গেলেন গত ২৩ জুলাই, বিকাল ৪টায় বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের রোগশয্যা থেকে, অনেকটা অজান্তেই। তাঁর এই অসুস্থতার খবর কোন পত্রপত্রিকায় চোখে পড়েনি- পড়লে আমার মতো অনেকেই হয়ত শেষ দেখা দেখতে যেতেন।

মাত্র ৬৩ বছর- এমন কিছু বেশি বয়স নয়। তাঁর সতীর্থদের অনেকেই এখনও সাংবাদিকতা পেশায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কর্মরত আছেন। সম্ভবত তাঁদের অনেকে ভালই আছেন।

আহমেদ হুমায়ূনের পুরো নাম আহমেদ হুমায়ূন, এস. এ সম্ভবত সার্টিফিকেটে এই নাম ছিল। জন্ম-শাহবাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পৈতৃক নিবাস-জানঘর, মুরাদনগর, কুমিল্লা। জন্ম তারিখ-১৮ই মে, ১৯৩৬। পিতার নাম-

ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ, মাতা-এম. হামিদা বানু।

তিনি শ্যামগ্রাম মোহিনী কিশোর হাই স্কুল, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১৯৫৩ সনে মাধ্যমিক; ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৬-এ উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স (১৯৬০) এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একই বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন (১৯৬১)।

সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর নেশা ছিল- সে জন্যই সম্ভবত 'ঢাকা টাইমস' পত্রিকায় যোগ দেন (১৯৬২)। যে কারণেই হোক অতঃপর শিক্ষকতার পেশায় ঢাকা জগন্নাথ কলেজে চাকরি গ্রহণ করেন (১৯৬৩-৬৫)। এর পরই 'দৈনিক বাংলার' সহকারী সম্পাদক (১৯৬৬); কার্যনির্বাহী সম্পাদক (১৯৭৬); ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (১৯৮৪) এবং সম্পাদক (১৯৮৫) হিসাবে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৯০-এর প্রথম দিক থেকে পি.আই.বি'র মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন।

বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল ছাত্রজীবন থেকেই- রবীন্দ্র-নজরুল ছিল তাঁর প্রিয় কবি। তার প্রমাণ তাঁর সুলিখিত গ্রন্থ 'বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৩); 'সিঙ্গেল কলাম, ডবল কলাম' (১৯৮৬) এবং 'আলেফ মিয়ার পৃথিবী' (১৯৮৪)। লেখায় তাঁর হাত ছিল শক্তিশালী- প্রথম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ কেন বাংলা সাহিত্যে প্রয়োজনীয়- তার ব্যাখ্যা দেন। 'সিঙ্গেল কলাম, ডবল কলাম'কে বিভিন্ন সময় দৈনিক বাংলায় লিখিত তাঁর সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলো পরিমার্জন ও পরিবর্ধিত করে ছাপেন- যার মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিক মনন ও মনন শীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তৃতীয় গ্রন্থ 'আলেফ মিয়ার পৃথিবী'তে তিনি দেশের মানুষের আশা ও আশাভঙ্গের চিত্র এঁকেছেন একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সাহসিকতার সঙ্গে। এই তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও আরও বহু প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় তাঁর ব্যক্তিগত ফাইলে রক্ষিত থাকার কথা- যার প্রকাশনার দায়িত্ব এখন তাঁর উপযুক্ত দুই সন্তান (১) সাংবাদিক ইরাজ আহমেদ (দৈনিক মানবজমিন), ইমতিয়াজ আহমেদ (ঢা. বি. আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রভাষক) এবং স্ত্রী সাহিত্যপ্রেমী ডাঃ নেপিসা হুমায়ূনের ওপর এবং এটাই আমাদের একান্ত কামনা। এ কথা বললাম এ জন্য যে, খ্যাতিমান সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকগণের অকাল প্রয়াণ হলে জীবিতকালে তাঁদের রচনাবলী প্রকাশিত না হলে অবহেলায় এবং বিস্মৃতিতে তাঁরা দুঃখজনকভাবে হারিয়ে যান- আশা করছি আহমেদ হুমায়ূনের বেলায় তা হবে না।

১৯৫৬ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যখন বদলি হয়ে আসি- তাঁকে সামান্য কিছু দিনের জন্য ছাত্র হিসাবে পাই- তখন তাঁকে একজন সহজ-সরল প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র হিসাবে মনে হতো। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এবং বাংলাদেশ টাইমস ও দৈনিক বাংলায় দীর্ঘদিন চাকরিকালে তিনি সে কথা ভুলেননি এবং এই দু'টি পত্রিকা ও 'বিচিত্রা'য় লেখার জন্য সর্বদাই অনুরোধ রেখেছেন। লিখেছিও নিয়মিত অন্তত বিশেষ সংখ্যাগুলোতে। লেখকদের সম্মানীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তখন প্রতিটি লেখকই নিয়মিত প্রাপ্য সম্মানী পেতেন- যা দেখা যায় আজ বহুল প্রচারিত 'জনকণ্ঠ' পত্রিকায়।

কত দিনের কত স্মৃতি।

দৈনিক বাংলা ও বিচিত্রা অফিসে গেলেই প্রায় দেখা হতো তোয়াব খান, কবি নাসির আহমেদ, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, শাহাদাত চৌধুরী এবং শাহরিয়ার কবিরদের সঙ্গে। আহমেদ হুমায়ূন কোন দিনই তাঁর এতো ব্যস্ততার মধ্যেও চা আপ্যায়ন না করে বিদায় দিতেন না- যা দেখা যায় আজকের মশহুর সাংবাদিক তোয়াব খানের মধ্যেও।

সাহিত্যের ভুবনে নানান মতাদর্শ থাকতে পারে কিন্তু এঁদের কাছে সবাই ছিলেন সমান- সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধেয়।

আমরা যারা পুরান দিনের মানুষ- স্বভাবতঃই হুমায়ূনের মতো লোকদের অকাল তিরোধানে মর্মাহত হই- ভাবি একটি মাইলস্টোন তো চলে গেল।

আমার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যক্ষ থাকতে (১৯৮২-১৯৮৪) ছাত্র সংসদের আগ্রহেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হতো- চমৎকার বক্তব্য রাখতেন-- ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, নানাদিকে অযথা সময় নষ্ট না করে তারা যেন লেখাপড়ায় মন দেয়। বাংলা একাডেমীতে আমার অবস্থানকালে (১৯৭৬-৮২) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন- তাঁর বক্তব্য হতো প্রাঞ্জল-যুক্তিনির্ভর- ভাবাবেগতাড়িত নয়। তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর সার্বিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করতেন এবং এ বিষয়ে তখন 'দৈনিক বাংলা'য় লিখেছেনও।

সংবাদপত্র জগতের সেই অন্যতম দীপশিখাটি নিভে গেল মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে- তাঁর বহু দিনের বহু গুণগ্রাহী সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকদের স্মৃতি পিছনে রেখে।

তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।